ললিত সৌদামিনী।

“স্বর্ণলতা” (উপন্যাস)-প্রণেতা বিরচিত।

কলিকাতা।

ভবানীপুর, শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৮৮ সাল।

ভূমিকা।

ললিত সৌদামিনী "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু রচয়িতার মনোমত না হওয়াতে এত দিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে তিনি নিতান্ত উপরোধপরতন্ত্র হইয়া এই ক্ষুদ্র উপন্যাস খানি আমাকে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। গ্রন্থকারের "স্বর্ণলতা" জন সমীপে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে, এখানি সাদরে পরিগৃহীত হইলে গ্রন্থকারের শ্রম সফল এবং আমারও আয়াস সার্থক হয়।

ভবানীপুর,
১লা ফাল্‌গুন।

শ্রীভুধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক।

ললিত সৌদামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অবতরণিকা।

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥"

ষোড়শী কুলীন কুমারী সৌদামিনী এক দিবস অপরাহ্নে বিরলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। প্রফুল্ল শতদল সদৃশ মুখ খানি প্রতিভাশূন্য দেখাইতেছে। চক্ষুর পক্ষাগ্রভাগে গুটী দুই অশ্রুবিন্দু মুক্তাফলের ন্যায় ঝুলিতেছে। নিবিড় কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কুন্তলজাল নিতম্ব ঝাঁপিয়া পড়িয়া মেঘমালার ন্যায় শোভা সম্পাদন করিতেছে। তপ্তকাঞ্চননিভ উজ্জ্বল গৌর কান্তি বিদ্যুৎপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। সৌদামিনী অবনত মস্তকে রোদন করিতেছেন। এমন সময়ে অনতিদূর পদধ্বনি সৌদামিনীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সৌদামিনী চমকিয়া কক্ষদ্বারাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন তাঁহার মাতা সাবিত্রী সুন্দরী আসিতেছেন। সৌদামিনী ত্রস্ত হইয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং একটী সূচিকা গ্রহণ করিয়া

করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক সৌদামিনীর নিকট গিয়া বসিলেন। সৌদামিনী মুখ তুলিয়া দেখিলেন না। সেলাই করিতেই লাগিলেন—যেন তিনি এতক্ষণ অনবরতই সূচি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সুদাম! চুপ করে বসে আছিস্ কেন?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া একটু হাসিলেন, ভাবিলেন একটু হাসিলে সাবিত্রী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সাবিত্রী তাঁহার মুখে স্পষ্ট বিষণ্ণতার চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সাদরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোর কি হয়েছে? অমন কচ্চিস্ কেন?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া পুনরায় হাসিতে গেলেন। কিন্তু আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইলেন না। হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষু দিয়া দুটী ধারা বহিল। রৌদ্র বৃষ্টি এককালে হইল।

সাবিত্রী সৌদামিনীর চিবুকে নিজ হস্ত সংলগ্ন করিয়া কহিলেন "ভেবে কি করবে বাছা, অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কি কেউ খণ্ডাতে পারে?"

মাতার সকরুণ কথা শুনিয়া সৌদামিনী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবলবেগে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সৌদামিনী কুলীন কন্যা। জন্মাবধিই মাতামহ আলয়ে বাস। তাঁহার পিতার চারিটী বিবাহ। তন্মধ্যে এক স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যার জন্ম হইয়াছিল, অপর তিনটীর দুইটীর সন্তানাদি হয় নাই। সৌদামিনী তাঁহার

মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতার নাম বামন দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বামন দাস, যে স্ত্রীটীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাকে লইয়াই ঘর সংসার করিতেন। অপর তিনটীর তত্ত্ব তল্লাস করিতেন না। ক্রমে সৌদামিনী বিবাহ যোগ্যা হইলে তাঁহার মাতুল বামন দাসের নিকট পাত্রানুসন্ধান করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। বামনদাস সে পত্রে মনোযোগ করিলেন না। ভাবিলেন সৌদামিনীকে সৎপাত্রে সমর্পণ করা তাঁহার মাতুলের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বস্তুতঃ সৌদামিনীর মাতুল পত্র লিখিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনিও নিজে পাত্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলেন বামন দাসের স্বঘরের পাত্র পাইলেন না।

এমন সময় সাবিত্রী হঠাৎ একটী বালককে দেখিতে পাইলেন। বালকটীর বয়স আনুমানিক দ্বাবিংশতি বৎসর, নাম ললিত মোহন। সৌদামিনীর মাতুলের বাটীর নিকট এক বাটীতে ললিতের ভগিনীপতি দুশ্চিকিৎস্য চক্ষুরোগাক্রান্ত হইয়া কালেজের ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করিবার মানসে আসিয়া বাসা করিয়া ছিলেন। ললিত হিন্দু কালেজে পড়িতেন এবং সর্ব্বদাই আসিয়া ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে দেখিয়া যাইতেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকেই জামাতা করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন।

সাবিত্রী ললিতের কথা নিজ ভ্রাতার নিকট বলিলেন।

শীলের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। পরিচয়ে জানিতে পারিলেন ললিত বংশজ। দিগম্বরের হরিষে বিষাদ হইল। পাত্রটী দেখিতে শুনিতে ও বিদ্যা বুদ্ধিতে সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু বংশজকে কি প্রকারে নৈকস্য কুলীনের কন্যা দান করেন?

সাবিত্রী ললিতকে প্রথমতঃ যে প্রকারে দেখেন, সৌদামিনীও সেই রূপে এক দিবস ললিতকে দেখিতে পাইলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের বাটীর জানালায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ললিত তাহার ভগিনী-পতিকে দেখিতে আইলেন, ললিতকে দেখিবামাত্রেই সৌদামিনীর মন প্রাণ ললিতের প্রতি আকৃষ্ট হইল। প্রণয় চিরকালই এইরূপে আরম্ভ হয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া,—স্বভাব বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া কাহার কোন কালে প্রণয় হইয়া থাকে? বারুদ অগ্নি স্পর্শ মাত্রেই যেরূপ প্রজ্জ্বলিত হয়, কাষ্ঠাদির ন্যায় রহিয়া রহিয়া জ্বলে না, সেইরূপ প্রণয় দর্শন মাত্রেই হয়, অল্পে অল্পে কখন প্রণয়ের উৎপত্তি হয় না।

রোগী বিশ্রাম লাভার্থে যতই শয্যায় এ পাশ ও পাশ ফিরিতে থাকে ততই তাহার নিদ্রা দূর হয়, সেইরূপ যে ভাল বাসিয়াছে সে যতই নিজ মনের ভাব গোপন করিতে চায় ততই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। অল্প দিনের মধ্যেই সাবিত্রী সৌদামিনীর মনের ভাব অবগত হইতে পারিলেন। কিন্তু ললিত বংশজ কুলোদ্ভব, সৌদামিনীর সহিত তাঁহার পরিণয় অসম্ভব, জানিতে পারিয়া সাবিত্রী নিজ তনয়াকে

নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া ললিতের চিন্তা দূর করিতে কহি-লেন। সৌদামিনীকে আর জানালায় বসিতে দেন না। তাহাকে নিষ্কর্ম্মা দেখিলে অমনি কোন না কোন কার্য্যে নিয়োজিত করেন। কিন্তু প্লাবনের জল কার সাধ্য হঠাৎ সুখায়, সৌদামিনী একাকিনী হইলেই বসিয়া বসিয়া অনবরত ললিতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, এবং কেহ কোথায় না থাকিলে অমনি গিয়া জানালায় বসেন।

ললিতের ভগিনী পতিকে এক্ষণে ললিত প্রত্যহই দেখিতে আইসেন। পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে, কিন্তু ললিতের আগমণ ক্ষান্ত না হইয়া বৃদ্ধি হইতেছে। এক দিবস ললিত ভগিনী-পতিকে দেখিয়া নিজবাসে গমন করিয়াছেন। যত-ক্ষণ ললিত ছিলেন সৌদামিনী তাঁহাকে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিলেন। ললিত চলিয়া গেলে ঘরের মেঝের উপর বসিয়া ললিতের চিন্তা করিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে ছিল। এই রূপ সময়ে সাবিত্রী অনেকক্ষণ তনয়াকে না দেখিতে পাইয়া যে ঘরে সৌদামিনী বসিয়াছিলেন সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভোক্ত সান্ত্বনা বাক্য গুলি তনয়াকে প্রয়োগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশাদান।

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতং।"

বিষ একবার মস্তিষ্কে উঠিলে আর তাহার চিকিৎসা করা বৃথা। তখন সে অসাধ্য হইয়া উঠে। সৌদামিনীকে উপদেশ বাক্য, এক্ষণে সেই অসাধ্য রোগে ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় হইল। সৌদামিনী মাতার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েন কিন্তু সকলই বৃথা হইয়া পড়ে। তাঁহার মন আর আত্মবশে নাই। বহতা নদীকে পথান্তর খনন করিয়া অনায়াসে সেই নূতন পথে লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রাবাহ কেহ একেবারে বন্ধ করিতে পারে না। সৌদামিনীকে বোধ হয় পাত্রান্তরে বিমুগ্ধ মনা করা যাইতে পারিত কিন্তু তাঁহার মাতা সে চেষ্টা করেন নাই। তিনি একেবারে তাহাকে চিন্তা শূন্য করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। প্রবাহকে একেবারে শুষ্ক করিবেন মানস করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে নিস্ফল প্রয়াস হইবেন তাহার আর বিচিত্র কি?

সাবিত্রী যখন দেখিলেন যে তাঁহার সমুদয় যত্ন বিফল হইল, তখন তিনি তদীয় ভ্রাতাকে পুনরায় ললিতের কথা কহিলেন। ললিত সর্ব্বাংশে সুপাত্র; কিন্তু তাঁহার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিলে বামন দাসের কুল থাকিবে না তাহাতে সাবিত্রীর কি ক্ষতি? সাবিত্রীর পুত্র সন্তান নাই যে তাহার কুল নষ্ট হইবে।

সপত্নী পুত্রের কুল থাকিলেও সাবিত্রীর কোন লাভ নাই। তাহার কুল রক্ষার্থে তিনি কেন নিজের কন্যা বিসর্জ্জন দিবেন ?

দিগম্বর শুনিয়া ভগিণীকে বিস্তর বুঝাইলেন। কহিলেন "কুলীনের কুল নষ্ট করা মহাপাপ, তাহাতে যত্নবান হওয়াও উচিত নয়।" সাবিত্রী উত্তর করিলেন "তোমরা যদি সত্বর সৌদামিনীর বিবাহ না দেও, তবে আমি ললিতের সঙ্গে তার বিবাহ দিব। আমি কাহারও কথা শুনিব না।"

দিগম্বর উত্তর করিলেন "দিদি! আর দশ দিন কাল বিলম্ব কর। যদি এত দিন গিয়েছে তবে আর দশদিনে কি হবে। আমি একখানা পত্র লিখি, দেখি কি জবাব পাই।"

সাবিত্রী কহিলেন "তবে পত্র লেখ। কিন্তু আমি এগার দিনের দিন বিবাহ দেব তার আর ভুল নাই। আমি আর কাহাকেও জানাব না, দিন ক্ষণও দেখবো না।"

দিগম্বর কহিলেন "আচ্ছা, দশ দিনই যাউক তার পর তোমার যা খুসী তাই কোরো। আমি আজই পত্র লিখ্‌বো। দশ দিনের মধ্যে অবশ্যই পত্রের উত্তর পাব।"

ললিতকে দেখিয়া সৌদামিনীর মন যে রূপ হইয়াছিল, সৌদামিনী দর্শনেও ললিতের সেইরূপ হইয়াছিল। ললিত দুই এক দিবস ভাবিলেন সৌদামিনী লালসা আমার পক্ষে বামনের প্রাংশু লভ্য ফল লালসার ন্যায়। কিন্তু যখন সাবিত্রী নিজেই সেই কথার উত্থাপন করিলেন, তখন আর ললিতের পক্ষে সে আশা দুরাশা বলিয়া বোধ হইল না। যে আগুন

ললিত ইচ্ছা পূর্ব্বক অনায়াসেই নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেন, সাবিত্রী বায়ু স্বরূপ হইয়া সেই অগ্নিকে দিন দিন প্রবল করিয়া তুলিলেন। ললিত পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রত্যহ একবার আসিতেন, কিন্তু এক্ষণে দিনে দুই তিনবার আসিতে আরম্ভ করিলেন। ললিতের ভগ্নি নিষেধ করিবেন ভাবিলেন কিন্তু লজ্জায় ভ্রাতার নিকট ওবিষয়ে কথা কহিতে পারিলেন না। ললিতের ভগিনী-পতি সমস্ত দিবস একাকী থাকিতেন। চক্ষু রোগ নিবন্ধন পড়া শুনা করিয়া কালক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকট কেহ বসিয়া কথোপকথন করিলে তিনি যার পর নাই শান্তি প্রাপ্ত হন। সুতরাং তিনি, যাহাতে ললিত পূর্ব্বাপেক্ষাও ঘন ঘন আইসে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংক্ষেপত ললিতকে কেহ কোন উপদেশ দিল না। কেহ তাঁহাকে স্বরূপ দেখিতে সাহায্য করিল না। ললিতের পড়া শুনা বন্ধ হইয়া গেল। বাসায় থাকিলে কতক্ষণে ভগ্নি পতিকে দেখিতে আসিবেন ভাবেন। ভগ্নি পতিকে দেখিতে আসিলে আবার পুনরায় বাসায় প্রত্যাগমন করিতে হইবেক এই ভাবনায় সন্তাপিত হন। সাবিত্রী ক্রমাগত ললিতের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছেন, এক দিনের জন্যও এমন কথা বলেন নাই যে তাহার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ নাও হইতে পারে। কিন্তু সৌদামিনীকে কখনই উৎসাহের কথা কহেন নাই। তাহাকে অনবরতই এ বিবাহ সম্ভবপর নহে তাহাই বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন।

সকলে এই ভাবে অবস্থিত আছেন এমন সময়ে দিগম্বর নিজ ভগিনী-পতিকে পত্র লিখিলেন। দশ দিবসের মধ্যেই পত্রের উত্তর আসিল। বামন দাস সানুনয়ে অন্ততঃ আর এক মাস অপেক্ষা করিতে লিখিয়াছেন। বলিয়াছেন এক মাসের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া একেবারে কলিকাতায় পৌছিয়া শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। দিগম্বর ভগ্নিকে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইয়া সেই রূপ অনুরোধ করিলেন। তখন সবিত্রী মহা গোলযোগে পড়িলেন। ললিতকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে দশ দিবস পরেই বিবাহ দিবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন রূপেই পত্রের জবাব আসিবে না। কিন্তু ভাবিয়া আর কি করিবেন? লজ্জাবনত মুখী হইয়া ললিতের ভগিনীকে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইয়া কহিলেন "ললিতকে বোলো বিবাহ দেওয়া সুবিধা হইবেক না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশ।

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাৎ অসংস্থিতং চেতঃ
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

ললিত প্রত্যহ যে সময় ভগিনী পতিকে দেখিতে আসিতেন, অদ্য সে সময় অতিক্রম করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময়

ভগিনী পতির বাসায় সমাগত হইলেন। সৌদামিনীর পিতার নিকট পত্র অদ্য দশ দিবস গিয়াছে। অদ্য উত্তর না আসিলে সৌদামিনী তাঁহার হইবেন। ললিত এই ভাবিয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া আসিলেন, যে ভগিনী পতির বাটীতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিবেন কিম্বা তাহার পরেও দুই চারি দণ্ড অপেক্ষা করিয়া যাইবেন। একেবারে দশম দিবসের শেষ খবর লইয়া যাইবেন। ললিত রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া কম্পিত হৃদয়ে ভগিনী-পতির দ্বারে আঘাত করিলেন। ললিতের ভগিনী গিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। ললিতের ভগিনীর মুখ অদ্য কিছু বিষণ্ণ। কিন্তু ললিতের হৃদয় সৌদামিনীময়। তাহাতে তৎকালে অন্য কাহারও স্থান হওয়া অসম্ভব। ললিতের চক্ষে তাঁহার ভগিনীর মুখে কোন বৈলক্ষণ্য বোধ হইল না। অন্যান্য দিবসের ন্যায় ললিত গিয়া তাঁহার ভগিনী-পতির নিকটে উপবেশন করিলেন। অন্যান্য দিবস হয় সাবিত্রী নতুবা তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন না কোন লোক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। তিনি আসিলেই তাঁহাদিগের মুখে দিবসের খবর পাইতেন। কিন্তু অদ্য কেহই তাঁহার নিকট আসিয়া সংবাদ জানাইল না। ললিত অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত হইলেন। তাঁহার ভগিনী-পতি কথা কহেন কিন্তু তাহা ললিতের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না। হয়তো ললিতের ভগিনী-পতি এক কথা কহিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন—ললিত কিছুই জানিতেছেন না; অথবা অসংলগ্ন

উত্তর দিতেছেন; "হাঁ" স্থানে "না" বা "না" স্থানে "হাঁ" বলিতেছেন। ললিতের ভগিনী-পতি ললিতের চিত্ত-চাঞ্চল্য অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলেন, তিনি তাহার কারণ সমস্তই অবগত ছিলেন। কিন্তু কি প্রকারে তিনি ললিতকে কুসংবাদ দিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এবং যে বিষয়ে কথোপকথন হইতে ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ললিতও চুপ করিয়া থাকিলেন। সন্ধ্যা হইল, প্রদীপ জ্বালা হইল, যে ঘরে ললিত ও তাঁহার ভগিনী-পতি বসিয়া ছিলেন সেই ঘরে দাসী প্রদীপ দিয়া গেল। হঠাৎ আলোক অবলোকন করিয়া ললিত ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আর কি উপলক্ষে বসিয়া থাকিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ভগিনী-পতিকে কহিলেন "তবে আজ আমি যাই।"

ললিতের ভগিনী-পতি উত্তর করিলেন "হাঁ আর আজ থেকে কি কোরবে।"

ললিত এই কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন ললিতের ভগিনী-পতির যেন হঠাৎ মনে হইল, ললিতকে কোন কথা কহিতে হইবেক; এজন্য তিনি ললিতকে কহিলেন "ভাল কথা, ললিত তোমার একটা সংবাদ আছে শুনে যাও।"

ভগিনী-পতির কথা শুনিয়া ললিতের হৃৎপিণ্ড এরূপ জোরে বক্ষঃস্থলে প্রতিঘাত হইতে লাগিল যে ললিতের বোধ হইল

তাঁহার ভগিনী-পতি সে আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন ললিত যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন সেই খানেই বসিয়া জিজ্ঞাস করিলেন "কি সংবাদ ?"

ললিতের ভগিনী-পতি কহিলেন "সৌদামিনীর সঙ্গে তোমার যে বিবাহ হবার কথা হয়েছিল তার প্রতিবন্ধক পড়েছে। সে বিবাহ হবে না।"

ললিত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে বল্লে ?"

ললিতের ভগিনী-পতি উত্তর করিলেন "সৌদামিনীর মা দাসীর দ্বারায় সংবাদ পাঠায়েছেন। দাসী বোলে গেল "মা লজ্জায় নিজে আসতে পারলেন না, আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন।"

ললিত ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় বিবাহ হবে ?"

ললিতের ভগিনী-পতি উত্তর করিলেন "দাসী কহিল সৌদামিনীর পিতা উপযুক্ত পাত্র নিয়ে সত্বর কলিকাতায় পৌঁছিয়া নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন। তিনি ত্বরায় পৌঁছিবেন।"

ললিতের আর উঠিয়া যাইবার শক্তি রহিল না, কিন্তু তথাপি কহিলেন "তা আমি জানি। আমি কখন প্রত্যাশা করি নাই যে আমার সঙ্গে সৌদামিনীর বিবাহ হবে। কুলীনের কন্যা আমাকে দিবে কেন ? তবে তাঁহারাও বোলতেন, আমিও সায় দিতাম।"

ললিতের ভগিনী-পতি ললিতের কথায় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ললিতও কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া তথা হইতে উঠিয়া নিজ বাসে প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রি ললিত কিরূপে অতিবাহিত করিলেন সহজেই অনুভূত হইতে পারে। পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া ললিত পড়া শুনায় মনোনিবেশ করিবেন স্থির করিলেন। পুস্তকাদি খুলিয়া দেখিলেন সমুদয় আবার প্রথম পত্র হইতে আরম্ভ করিতে হইবেক। এদিকে গণনা করিয়া দেখিলেন পরীক্ষার আর অধিক দেরি নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া স্থির করিলেন এ বৎসর পরীক্ষা দিবেন না। তবে কলিকাতায় থাকিবারই বা আবশ্যকতা কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া ললিত সেই দিবসই পুস্তকাদি লইয়া বাটী গমন করিলেন। রেলগাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ হইল তখন ললিত কত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন তাহা বলা দুঃসাধ্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কলিকাতা অদৃশ্য না হইল ততক্ষণ পর্য্যন্ত পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা অদৃশ্য হইল। ললিত নিজ বস্ত্রে মুখাবরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুলীন জামাতা।

"যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ কিং কুলেন ধনেন বা।"

আশ্রয় বৃক্ষ ভগ্ন হইলে আশ্রিত লতার যেরূপ দুরবস্থা হয় ললিত বিরহে সৌদামিনীর চিত্ত সেইরূপ হইল। ললিতের সহিত তিনি কখন কথা কহেন নাই, একত্র উঠা বসা করেন নাই তথাপি ললিত চলিয়া গেলে তাঁহার হৃদয় শূন্য, গৃহ শূন্য সমুদয় সংসার শূন্য বোধ হইতে লাগিল। সাবিত্রী এক দিনের জন্যও সৌদামিনীকে ললিতের সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া উৎসাহ দেন নাই, কিন্তু তথাচ সৌদামিনীর চিত্তে এক প্রকার বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার ললিতের সহিত পরিণয় হইবেক। এক্ষণে সেই বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। সৌদামিনী নিজের মনের ভাব গোপন করিবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু কোন রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে স্থানে বসিলে ললিতকে দেখিতে পাইতেন সেই স্থানে সর্ব্বদা থাকিতে ভাল বাসিতেন কিন্তু এক্ষণে ভ্রমেও আর সে গৃহে গমন করেন না। সৌদামিনীর মুখের হাসি যেন কোথায় গেল। ভাবিয়া ভাবিয়া বর্ণ মলিন ও শরীর শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার পিতা লিখিয়াছিলেন এক মাসের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সমভিব্যাহারে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। সে এক মাস অতিবাহিত হইয়া

গেল। পাত্র সমভিব্যাহারে আসা দূরে থাকুক তিনি একখানি পত্রও লিখিলেন না। সাবিত্রীও যার পর নাই চিন্তিতা হইলেন। তনয়ার সুখে তাঁহার সুখ তনয়ার দুঃখে দুঃখ; ভাবনায় সেই তনয়াকে কৃশাঙ্গী দেখিয়া সাবিত্রী অতিশয় ভাবনা যুক্ত হইলেন। ললিতকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন সে জন্য এক্ষণে হৃদয় আত্মগ্লানিতে সন্তাপিত হইতে লাগিল। কতবার ললিতকে পত্র লিখিতে উদ্যত হইলেন কতবার আবার নিরস্ত হইলেন। যাহাকে একবার বিদায় দিয়াছেন কি লজ্জায় তাহাকে পুনরায় আহ্বান করিবেন? এইরূপে যখন তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল তখন আর সাবিত্রী থাকিতে পারিলেন না। ললিতকে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন যে এবার আর বিবাহ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার আগমন মাত্র প্রতীক্ষা। সৌদামিনীর পিতা যদি রতিপতির ন্যায় রূপবান এবং বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান, কুলে কুলীনের অগ্রগণ্য পাত্রও লইয়া আইসেন তথাপি সাবিত্রী সৌদামিনীকে ললিতের করে সমর্পণ করিবেন।

সাবিত্রী এই ভাবিয়া ললিতকে এরূপ পত্র লিখিলেন যে যদি তাঁহার সৌদামিনীকে সুখী করিতে না পারিলেন তবে তাঁহার জীবনে ফল কি? কৌলিন্যের অনুরোধে তিনি নিজ স্বামী বর্ত্তমানেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তাঁহার তনয়াকে কখনই যে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিবেন না এই রূপ কত সংকল্প হইয়া তিনি সৌদামিনীকে কহিলেন "বাছা

আর কেঁদ না, এই ললিতকে পত্র লিখ্‌লাম। ললিত এলেই তোমার বিবাহ দি। আর কারও অনুরোধ শুন্‌ব না।”

যে দিবস প্রাতঃকালে সাবিত্রী ললিতকে উল্লিখিত রূপ পত্র লিখিলেন, সেই দিবস সায়ংকালে বামন দাস বন্দ্যোপাধ্যায় হৃষ্ট চিত্তে পাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া দিগম্বরের বাটীতে উপনীত হইলেন। পাত্রটীর নাম রাম কানাই চট্টোপাধ্যায়। রাম কানাই কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকায়, কৃশ। বয়ঃক্রম অনুমানিক চত্বারিংশৎ বৎসর। মস্তকের কেশ দুটী একটী পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং সম্মুখের দুইটী দন্ত পড়িয়া গিয়াছে। এই পাত্র। ইহাই অনুসন্ধান করিতে বামন দাসের তিন মাস অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি দিগম্বরের দ্বিতীয় পত্র পাইবামাত্র বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। নানা স্থান অনুসন্ধান করিলেন, কোন খানেই সুপাত্র, অর্থাৎ তাহার সমান ঘরের পাত্র পাইলেন না। পরিশেষে রাম কানাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিবাহ করা রাম কানাইয়ের ব্যবসায়। তিনি ইতি পূর্ব্বে এগারটী কুলীন কুমারীর আইবড় নাম ঘুচাইয়াছেন; সৌদামিনীকে উদ্ধার করিতে পারিলেই দ্বাদশটী হয়। বামন দাস রাম কানাইকে পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অন্যান্য কথোপকথনের পর সৌদামিনীর পাণি গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। রাম কানাই কহিলেন উপযুক্ত পণ পাইলে তাঁহার বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই, তবে এক কথা এই তিনি স্ত্রীর ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে

পারিবেন না। ইহাতে যদি বামন দাস সম্মত হন তবে দিন স্থির করিয়া বলিয়া গেলেই রাম কানাই নির্দ্ধারিত দিবসে কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইবেন।

বামনদাস ভাবী জামতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "বাপু তুমি চিরজীবী হও। তোমার ন্যায় সুবুদ্ধি লোক আজ কাল পাওয়া ভার। তুমি যথার্থই কুলীনের মর্য্যাদা বুঝো। তুমিই যথার্থ কুলীন। তুমি যে সমস্ত কথা বল্লে আমি সে সমুদয়ে সম্মত আছি। কন্যার ভরণ পোষণের ভার তোমার নিতে হবে না। আমি তা ইষ্টম্বরে লিখে দিতে পারি। সে জন্মাবধি মাতামহালয়ে আছে, বিবাহের পরেও সেইখানে থাকিবেক। এখন পণের একটা সাব্যস্ত হলেই হয়।"

রাম কানাই উত্তর করিলেন "পণের কথা পাত্রীর বয়সের উপর নির্ভর করে। কন্যা যত বয়স্থা হবে পণ ততই বেশী লাগবে। এ কথা আপনি না জানেন তা ত নয়? আপনিও তো কুলীন?"

বামন দাস কহিলেন "যা বল্লে, সত্য। কিন্তু আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে পণের কথাটা বলো, আমার কন্যার বয়সও অধিক নয়। যদি বড় বেশী হয় তবে চৌদ্দ বৎসর।"

রাম কানাই একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন "বৎসর পিছু দু টাকা দিবেন, আপনার নিকট অধিক প্রার্থনা করবো না।"

বামন দাস বিস্তর বলিয়া কহিয়া ১৫ টাকায় রাজী করিয়া রাম কানাইকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছেন। সমস্ত

পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছেন। শ্বশুর বাটী গেে তাঁহার আদরের সীমা থাকিবেক না কিন্তু সে আশা যে ক দূর ফলবতী হইল পরে জানা যাইবেক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বপত্নী সম্ভাষণে।

সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতম্
বিপৎ সন্নিহিতা তস্য————

ললিতের ভগিনীর নাম গিরিবালা। তাহার ভগিনীপতির নাম কেশব চন্দ্র। কেশবের চক্ষে ছানি পড়িয়াছিল। সেই ছানি কাটাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ছানি কাটাইবার উপযুক্ত না হওয়ায় তাঁহাকে অনেক দিবস কলিকাতায় থাকিতে হইল। পরে ছানি কাটিবার যোগ্য হইলে ডাক্তারে এক চক্ষের ছানি কাটিয়া দিল। কহিল একটা আরোগ্য হইলে অন্যটা কাটিবে। ললিত যখন বাটী যান তখন একটী চক্ষু বিলক্ষণ আরোগ্য হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ডাক্তার তাঁহাকে পড়া শুনা কিম্বা যে কোন কার্য্যে চক্ষুর স্থির দৃষ্টির প্রয়োজন হয় তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। ললিত কলিকাতায় থাকিতে তিনি প্রত্যহই কেশবকে দেখিতে আসিতেন এবং প্রায় সমস্ত দিবস তাহার নিকট থাকিয়া কথোপকথন বা তাস

ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু ললিত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলে কেশবের পক্ষে একাকী থাকা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী পাক শাক ও অন্যান্য গৃহ কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন, কেশবের নিকট বসিয়া কথোপকথন করেন এরূপ অবকাশ পাইতেন না। ললিতের গমনের পর প্রথম দিবস কেশব কোন রূপে কাটাইয়া দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস আর নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারিলেন না। একখানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিয়াছিলেন দুই এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ পুস্তক খানি এতই ভাল লাগিল যে তাহা শেষ না করিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে ৮টা ৯টার সময় আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর রাত্রি দশটার সময় শেষ হইল। গিরিবালা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু কেশব তাহার কথা শুনিলেন না। কহিলেন "কোন কষ্ট বোধ হচ্চে না তবে কেন না পোড়ব। আর কত কালই বা চক্ষু থাকতে অন্ধের মত বসে থাকব!" সংক্ষেপতঃ কেশব স্ত্রীর কথা শুনিলেন না। পুস্তক খানি এক দিবসেই শেষ করিলেন।

পুস্তক সমাপ্ত করিয়া কেশব হৃষ্ট চিত্তে শয়ন করিলেন। কোনই অসুখ নাই। কিন্তু শেষ রাত্রে চক্ষের বেদনায় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। জাগিয়া দেখিলেন আর চক্ষু মেলিতে পারেন না। কোন রূপে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস ডাক্তারকে পুনরায় চক্ষু দেখাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া কহি-

লেন চক্ষুটী আর পূর্ব্ববৎ হইবেক না। কিন্তু অপর চক্ষুটী অস্ত্র করিলে আরোগ্য হইতে পারে।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া কেশব রোদন করিতে লাগিলেন গিরিবালা ও তদ্দর্শনে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর ডাক্তার দুই চারিটী সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া চলিয়া গেল।

কেশব রোদন করিতে করিতে কহিলেন "এত দিনের পর অন্ধ হলাম। আর কিছুই দেখতে পাব না। কেনই বা তোমার কথা অবহেলা কোরলাম?"

গিরিবালা গাঢ় স্বরে উত্তর করিলেন "সে কথা ভেবে কাঁদলে আর কি হবে? অদৃষ্টে যা ছিল তা ঘটেছে।"

কেশব উত্তর করিলেন "না গিরিবালা। তোমার কথা না শুনে আমি যখন যে কর্ম্ম করিচি তাতেই কোন না কোন অনিষ্ট ঘটেছে। তুমি মিথ্যা অদৃষ্টের দোষ দিচ্ছ। এ আমার নিজের দোষ।"

গিরিবালা কেশবের শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অঞ্চল দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন "অদৃষ্টে লেখা আছে বলেই তুমি আমার কথা শোনো নি। অদৃষ্টের লিপি কি কারও বারণে বন্ধ হয়?"

গিরিবালার কথা শুনিয়া কেশব ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন "গিরিবালা আমি আর কিছুই দেখতে পাব না।"

গিরিবালা রোদন করিতে করিতে কহিলেন "যদি এক জনের চোক আর এক জনকে দেওয়া যেত তা হলে মাথার উপর ঈশ্বরই জানেন আমার চোক এখনই তোমাকে দিতাম। কিন্তু তা যেখানে হবার যো নাই সেখানে যাতে একজনের চোক দুজনের হয় তাই কোরব। তুমি যেমন আমাকে সব বিষয় বুঝাইয়া দাও আমি তেমনি তোমাকে যা যখন দেখতে পাই বলে দেব।"

কেশব কহিলেন "আমার আর এক ভয় হচ্চে, গিরিবালা, আমি অন্ধ হলেম, তুমি আর এখন আমাকে ভাল বাসবে না। কানা বোলে ঘৃণা কোরবে।"

গিরিবালা দুই হস্তে কেশবের পদদ্বয় ধারণ করিয়া "এমন কথা মুখেও এনো না। পূর্ব্বে আমি কখন কখন রাগ কোরতাম কখন কখন অভিমান কোরতাম কিন্তু এখন আর আমার তা কখনই ইচ্ছা হবে না। আমি দেবতার স্থানে এই ভিক্ষা চাই যেন জন্ম জন্ম তোমার মত স্বামী পাই।"

কেশব কহিলেন "সে তুমি ভাল বাস বলে যা বল। আমার মনের কথা এই, গিরিবালা যে তোমার ন্যায় পত্নী বুঝি আর পৃথিবীতে নাই।"

গিরিবালা আর কথা কহিতে পারিলেন না। স্বামীর নিকট বসিয়া উচ্ছ্বাসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জেদ্।

"প্রায়েণৈবং বিধে কার্য্যে পুরস্ত্রীণাং প্রগল্ভতা।"

বামন দাস কর্ত্তৃক আনীত পাত্র দর্শন করিয়া সাবিত্রী য
পর নাই বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন বামনদা
ললিতের মতন আর একটী পাত্র আনিবেন। রামকানাইয়ে
ন্যায় পাত্র আসিবে তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। ললিতে
সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে যদি সাবিত্রী রাম কানাইকে দেখি
তেন তাহা হইলে বোধ হয় তাহার প্রতি এত গাঢ় ঘৃ
জন্মিত না। ঘরে বয়স্থা কন্যা, পাত্র ও বৃদ্ধ নহে, তাহ
দিগের বিবাহ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু একবা
ললিতকে দেখিয়া রামকানাইয়ের ন্যায় পাত্রে কন্যা সমর্প
করা সাবিত্রীর নিকট কন্যা জলে ফেলিয়া দেওয়ার ন্যায় বো
হইল। ভাল পাইবার সম্ভব থাকিলে মন্দ কে চায়? সাবিত্র
এক মাত্র কন্যাকে কেন রাম কানাইয়ের করে সমর্প
করিবেন?

বামন দাস যে রাম কানাইকে কন্যা দান করিতে উৎসুক
হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু রাম কানাই এতাব
টাকার জন্যই বিবাহে সম্মত ছিলেন। তিনি কন্যাকে দেখে
নাই। কন্যা সুরূপা কি কুরূপা তাহা অনুসন্ধান করিবা
তাঁহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। টাকা মেকি না হইলে

হইল। টাকার জন্যই তাঁহার বিবাহ, কন্যার জন্য নহে। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সৌদামিনীকে দর্শন করিয়া রাম কানাইয়ের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার আর অর্থ স্পৃহা রহিল না। তখন যদি সৌদামিনী লাভার্থ তাঁহার কিঞ্চিৎ ব্যয়ও হয় তাহাও তিনি করিতে প্রস্তুত। কিন্তু বিবাহের ভয়ানক প্রতিবন্ধক সমুত্থিত হইল। সাবিত্রী কহিলেন তিনি ওরূপ পাত্রে সৌদামিনীকে দান করিতে দিবেন না; বামনদাস বুঝাইলেন, তোষামোদ করিলেন, রাগ করিলেন সাবিত্রী তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।

ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রাম কানাই বামনদাসকে কহিলেন, "মহাশয় মনের কথা ভেঙ্গে বলাই ভাল, আমি বাড়ী হতে সকলকে বিবাহ কোরব বলে এসিছি। এমন স্থলে বিবাহ না কোরে ফিরে গেলে লোকে ঠাট্টা কোরবে। বিশেষ মুখে যা বলি কিন্তু আমার সংসারে স্ত্রীলোক নাই, বিবাহ করা আমার আবশ্যক হচ্চে, এমন অবস্থায় আমি পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত কোরেছিলাম তাহার অতিরিক্ত আরও স্বীকার কোরছি, যে বিবাহ হলে আমি কন্যা নিজের বাটী নিয়ে যাব।" রাম কানাই ভাবিলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহার কন্যা লইয়া ঘর করিবার কথা ছিল না। এক্ষণে তাহা স্বীকার করিলেন সুতরাং সাবিত্রীর আর অধিক আপত্তি থাকি-বেক না ও বামন দাসও বিবাহ পক্ষে অধিকতর প্রয়াস

বামনদাস কহিলেন, "যদি তোমাকে কন্যা দেয় তবেত বাটী নিয়ে যাবে! যে গতিক দেখছি তাতে অপ্রতিভ হয়ে যেতে হবে তারই অধিক সম্ভাবনা।"

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া রাম কানাই পুনরায় কহিলেন, "আমার সংসারে একটী স্ত্রীলোক নইলে চলে না। কি করি যদি ১৫ টাকা হতে কিছু বাদ দিলে সম্মত হন আমার তাও কর্ত্তব্য।" রাম কানাই যেরূপ টাকার মর্ম্ম বুঝিতেন অমন অতি অল্প লোকেই বুঝে। টাকা তাহার শরীরের শোণিত সদৃশ। সুতরাং কম টাকা লইলে যে সাবিত্রী তাঁহাকে কন্যা দান করিতে পারেন এরূপ ভাবনা তাহার পক্ষে বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে।

বামন দাস স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, রামকানাই কিজন্য কম টাকা লইয়াও বিবাহ করিতে সম্মত। সুতরাং তিনি রাম কানাইকে যে নিরাশ হইয়া যাইতে হইবেক ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কহিলেন "এরা বড় মানুষ ৫।৭ টাকার প্রলোভনে এরা যে ভুলবে তা বোধ হয় না।" বামন দাসের মনোগত ইচ্ছা যে বিনা পণে রাম কানাই সম্মত হইলেই ভাল হয়। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল। আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাম কানাই কহিলেন "আমার নিতান্ত প্রয়োজন, বিশেষ বিবাহ কোরতে এসেছি, না করে গেলে লোকে ঠাট্টা বিদ্রূপ কোরবে, অতএব আমি বিনা পণেই এ কর্ম্ম কোরতে সম্মত আছি।"

বামন দাসের ইচ্ছানুরূপ কথা হইল। ভাবিলেন সাবিত্রীর যদি পায় ধরিতে হয় তিনি তাহাও ধরিবেন। যদি বিবাহের জন্য অনাহারে ধন্না দিতে হয় তাহাও দিবেন। তিনি দেখিলেন এরূপ সুবিধা আর হইবে না। এমন ঘর, এত কম ব্যয়ে আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার কুলও একর্ম্ম না হইলে টিকিবে না। এই রূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় সাবিত্রীকে বুঝাইবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

সাবিত্রী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।—রাম কানাইয়ের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিবেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা কেহ কখন ভঙ্গ করাইতে পারে নাই। বামন দাসও পারিলেন না। বামন দাস বুঝাইলেন রাম কানাইয়ের সহিত বিবাহ দিলে টাকা লাগিবে না কুলও বজায় থাকিবে, পাত্রও নিতান্ত মন্দ নয়। সাবিত্রী সক্রোধে উত্তর করিলেন "পোনর টাকা, ভারি টাকা, ভারি সাশ্রয় দেখাচ্ছ, ও টাকা আমিই তোমাকে দিচ্চি, তুমি এখন যেখানে ছিলে সেই খানে যাও।"

বামন দাস কাতরস্বরে কহিলেন, "টাকা যেন দিলে, কুল বজায়ের কি কোরলে?"

সাবিত্রী পূর্ব্ববৎ সরোষে কহিলেন, "আমার কুলের দরকার কি? কুল না থাকলেই—আমার পক্ষে ভাল। বাবা কুলক্রিয়া করেছিলেন বলে আমার যাবজ্জীবনটা দুঃখেই গেল। আবার আমি কুলক্রিয়া করে সুদামকে চিরকালের জন্য দুঃখভোগী করে যাব, আমি তা পারবো না।"

বামন দাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন "তোমার কিসের দুঃখ হলো? তোমার কিসের অভাব?"

সাবিত্রীর আর বরদাস্ত হইল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "কিসের দুঃখ? কিসের অভাব? অভাব আর দুঃখ এই যে তুমি মর না।" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

বামন দাস তাঁহার অঞ্চলাকর্ষণ করিয়া কহিলেন "আর একটা কথা শুনে যাও।"

সাবিত্রী উত্তর করিলেন "তোমার কথা যে শুন্তে পারে তাকে গিয়ে বল, আমি পারিনে।" এই বলিয়া বলপূর্ব্বক নিজের অঞ্চল মুক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

"কার্য্যং বা সাধয়েয়ং
শরীরং বা পাতয়েয়ং"

বামন দাসের আর একটী মাত্র উপায় রহিল। অনাহারে ধন্না দেওয়া। এক্ষণে সেই উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া বহির্ব্বাটী আগমন করিলেন। পাঠকবর্গকে বলা বাহুল্য বামনদাস অধুনাতন ইংরাজী পরিমার্জ্জিত যুবক নহেন [illegible] তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতে

না। তাঁহার এই দুঃখ হইতে লাগিল যে সাবিত্রী তাঁহার আলয়ে নহে। মনে মনে বলিতে লাগিলেন আমার বাটীতে থাকিলে বেতের আগায় সোজা করিতাম। কিন্তু এ স্থানে আর তাহা ভাবিয়া কি করিবেন। মৌনভাবে আসিয়া রাম কানাইয়ের নিকট উপবেশন করিলেন।

রাম কানাই তাঁহাকে বিরস বদন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খবর ?" তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন যে একেবারে পণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া কার্য্য ভাল হয় নাই, হয়ত কিঞ্চিৎ কম গ্রহণ করিবেন বলিলেই হইতে পারিত। হায়! ঘরে লক্ষ্মী আসিতেছিল, তিনি নিজেই তাহাকে বন্ধ করিলেন। কিন্তু বামন দাসকে বিরস বদন দেখিয়া চিন্তা দগ্ধ চিত্ত অপেক্ষাকৃত শীতল হইল। ভাবিলেন যদি বিনা পণেও কর্ম্ম করিতে স্বীকার না হইয়া থাকে তবে আর তিনি পণ গ্রহণ করিবেন না বলায় ক্ষতি হয় নাই।

বামন দাস রাম কানাইয়ের কথায় উত্তর না করিয়া যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। রাম কানাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খবর ?"

বামন দাস কাতর স্বরে কহিলেন "আর কি খবর ? কোন মতেই স্বীকার করে না। তার প্রতিজ্ঞা সে আমার কুল নষ্ট কোরবে। আমারও প্রতিজ্ঞা যে যতক্ষণ সে আমার কথায় স্বীকার না হয় ততক্ষণ আমি অনাহারে এখানে পড়ে থাকব।"

রাম কানাই কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকেও কি অনাহারে থাকতে হবে?"

বামন দাস কহিলেন "না, তুমি কেন থাকবে?"

অনন্তর স্নানের সময় দিগম্বর বামন দাসকে স্নান করিতে কহিলেন। বামন দাস উত্তর করিলেন "আমি নাবও না খাবও না। আমি এইখানে অনাহারে প্রাণত্যাগ কোরবো।" দিগম্বর নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিলেন, বামন দাস কিছুতেই স্নান করিলেন না। তখন নিজ ভগিনীর নিকট গিয়া কহিলেন "দিদি যাতে ব্রাহ্মণের কুল বজায় থাকে তার চেষ্টা কর।" সাবিত্রী সরোষে কহিলেন "কুল গেল ত বয়ে গেল, আমি প্রাণ থাকতে অমন বরে কন্যা দিতে পারব না।"

দিগম্বর নিরুপায় হইয়া কহিলেন "আচ্ছা তাই হবে! আমি প্রতিজ্ঞা কোরছি তোমার মতের অন্যথা কোরবো না। তুমি এখন একবার বল যে রাম কানাইকে কন্যা দেবে, তা হলে আমি বাঁচি, আর আমার দ্বারে ব্রহ্ম হত্যা হয় না।"

সাবিত্রী কহিলেন "আমি যা বলবো তা কোরবে?"

দিগম্বর উত্তর করিলেন "কোরবো।"

সাবিত্রী। তবে যা বল্লে স্নান আহার করেন তাই গিয়ে বল।

সাবিত্রী কি সংকল্প করিয়া দিগম্বরকে প্রতিশ্রুত করাইলেন তাহা পরে প্রকাশ হইবে। আপাততঃ বামন দাস আশ্বস্ত হইয়া স্নানাহার করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ।

"ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্ত্তুঃ স্ত্রিয়া কার্য্যং কথঞ্চন"

স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের অদৃষ্টের কথা মনুষ্য দূরে থাকুক, দেবতারাও বলিতে পারেন না। ললিতের ভগিনী ও ভগিনীপতি এতকাল সদ্ভাবে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে কেশবের চক্ষু গিয়াছে, গিরিবালার উচিত পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক যত্ন করা, কিন্তু কিআশ্চর্য্য এত কালের পর তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইল। বিবাদ আবার একটী দাসীর কথায়। দাসীটী বাল্যকালাবধি কেশবের বাটীতে আছে। কলিকাতায় আসিবার সময় কেশব সেই দাসীটীকে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই দাসীটী দ্বারাই সংসারের কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু কেশবের চক্ষু যাওয়া অবধি একটী চাকরের প্রয়োজন হইল। সর্ব্বদা তাঁহাকে ডাক্তার খানায় যাইতে হয় কিন্তু এক্ষণে চক্ষু না থাকায় নিজে গিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া যাইতে পারেন না। ললিতও কলিকাতায় নাই যে তাঁহা

দ্বারা এক্ষণে কোন সাহায্য হইবে। দাসীটী পল্লিগ্রামের সুতরাং সে সহরের ভাব ভঙ্গী কিছুই জানে না। এ সমস্ত কারণে একটী চাকর রাখা হইল, কিন্তু দাসী চাকরে এরূপ বিবাদ আরম্ভ হইল যে দাসীটী বহুকালের হইলেও গিরি-বালা তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে কেশবের নিকট গমন করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিল কিন্তু যখন দেখিল যে কেশবও তাহাকে রাখিতে সম্মত নহেন তখন বলিয়া গেল “এতকাল আমি ছিলাম কোন কথাটী জন্মায় নি, এখন সকের চাকর এসেছে আর আমায় দরকার নাই। আমি যদি আপনার মত কানা হতে পাত্তেম, তবে আমি থাকলে কোন আপত্তি থাকতো না।” কেশব দাসীর কথা শুনিয়া দূর দূর করিয়া তাহাকে তথা হইতে তৎক্ষণাৎ যাইতে আদেশ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে কেশবের রাগের সমতা হইলে কেশব ভাবিতে লাগিলেন, এতকালের পর দাসী আজ হঠাৎ এরূপ কথা বলিয়া গেল কেন? সে যদি কাণা হইত তাহা হইলে তাহার থাকায় কোন আপত্তি জন্মিত না। ইহার অর্থ আর কি হইতে পারে? কি ভয়ানক কথা কহিল! হায়, কেন তাহার নিকট সবিশেষ না শুনিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম! সন্দেহ একবার উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় ভিন্ন কমে না। তুচ্ছ কথা, যাহাতে পূর্ব্বে কর্ণপাতও করি-

তেন না, এক্ষণে সে গুলি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। চাকরকে তামাক দিতে কহিলে যদি একটু দেরী হয় তাঁহার অমনি মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইরূপে দিন কতক কাটিয়া গেল। কেশব কাহাকে কিছু স্পষ্ট করিয়া বলেন না। কিন্তু গিরিবালা ও চাকরের প্রতি কথা, প্রতি পদধ্বনি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন ও তদ্বিষয়ে তর্ক করেন। কেশব কখন কখন বোধ করেন যে সে সব কিছুই নহে, দাসীর রাগ প্রকাশ মাত্র। আবার সময়ে সময়ে যেন সমুদয় স্পষ্ট দেখিতে পান। কেশবের মন এই ভাবে আছে এমন সময় এক দিবস বহির্দ্বারে শব্দ হইল। চাকর ইহার পূর্ব্বে বাজারে গিয়াছে সুতরাং গিরিবালা গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। একটী যুবা পুরুষ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া একটু হাসিল। গিরিবালাও তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন। পরক্ষণেই যুবক গিরিবালাকে দরজার আড়ালে ডাকিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি কহিল।

অনন্তর গিরিবালা নিঃশব্দে দরজা পুনরায় বন্ধ করিয়া, যুবকটীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ লইয়া, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা স্বাভাবিক পদধ্বনি করিয়া যাইতে লাগিলেন। যুবক নিঃশব্দে গমন করিল। উভয়ে অন্তঃপুরে যাইতেছেন এমন সময়ে কেশব গিরিবালাকে ডাকিলেন। গিরিবালা নিকটে গেলে কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন "কে দুয়ারে শব্দ করে ছিল?" গিরিবালা অম্লান বদনে উত্তর করিলেন

"কেহ না।" কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন "ফিস্ ফিস্ করে কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে।" গিরিবালা কহিলেন, "কৈ, কার সঙ্গে কথা কইলাম?" কেশব দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। গিরিবালা কেশবের মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া একটু মুচ্‌কে হাসিয়া চলিয়া গেল।

গিরিবালা! এই তোমার উচিত হইল? যে স্বামীকে তুমি দেবতা তুল্য জ্ঞান করিতে, আজ তাঁহার চক্ষু গিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে এত হেয় জ্ঞান করিলে? ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী নিজ চক্ষু বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিতেন। এই কি তোমার উচিত?

গিরিবালা স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আগন্তুক যুবকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। সে গৃহ হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিবার সময় যুবকের, চর্ম্ম পাদুকা চৌকাঠে লাগিয়া শব্দ হইল। সেই শব্দ কেশবের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। কেশবের মনে হইল যেন তাঁহার হৃদয় পাদুকার দ্বারা আহত হইল। তিনি আবার গিরিবালাকে ডাকিয়া কিসের শব্দ হইল জিজ্ঞাসিলেন। গিরিবালা উত্তর করিলেন, "কৈ শব্দ হলো।"

কেশব আবার মৌনাবলম্বন করিয়া বসিলেন। গিরিবালা যুবকের নিকট গমন করিলেন, এবং তাহার সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন।

কেশব ভাবিলেন চাকর প্রকাশ্যরূপে বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল; আবার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গিয়া পুনরায় প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিবে।

গিরিবালা যুবককে লইয়া অনেকক্ষণ পরে পুনরায় বাহিরে আসিলেন। যুবককে কহিলেন, "এই বেলা যাও। নৈলে প্রকাশ হয়ে পড়বে।" এই বলিয়া যুবককে লইয়া নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে দ্বারদেশে গমন করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু পুনরায় দ্বাররুদ্ধ করিবার সময় শব্দ হইল। কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও?" গিরিবালা দেখিলেন আর গোপন করা যাইবে না, এজন্য কহিলেন "চাকর ফিরে এলো কিনা দেখতে গেছলাম।" এই কথা বলিতে বলিতে পুনরায় দ্বারদেশে শব্দ হইল। গিরিবালা গিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। এবার চাকর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া কথা কহিতে কহিতে আসিল। কেশব মনে করিলেন, "এই প্রকাশ্যে প্রবেশ করিল।"

নবম পরিচ্ছেদ।

শয়ন মন্দিরে।

"তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে।"

সূর্য্য অস্তমিত হইল। পৃথিবী গাঢ় তিমিরাবৃত হইল। তদপেক্ষা গাঢ়তর তিমির কেশবের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল।

পৃথিবীর সহিত মানব হৃদয়ের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একতা আছে। অরুণোদয়ে কেবল পৃথিবী হাসেন এরূপ নহে। জীবলোক সমুদয় সূর্য্যালোকে প্রফুল্ল হয়। কাহার ভাবনা চিন্তা থাকিলেও রজনী অপেক্ষা দিবাভাগে মন নিরুদ্বেগ থাকে। যামিনী নিজে মলিন, সুতরাং সকলকেই মলিন করিতে পারিলেই সে ভাল থাকে।

রজনী আগমনে কেশবের হৃদয় যারপর নাই সন্তাপিত হইতে লাগিল। গিরিবালা রন্ধনাদি করিয়া কেশবকে আহার করিতে ডাকিলেন। কেশব, ক্ষুধা নাই, বলিয়া আহার করিলেন না। অন্যান্য সকলে আহারাদি করিল। চাকর গিয়া নিজ স্থানে শয়ন করিল। গিরিবালা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গায়ে তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন। কেশব মনে করিলেন, গিরিবালা তাঁহাকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এজন্য তিনি কহিলেন, "আজ আর বাতাস কোরতে হবে না। আমার জ্বরভাব হয়েছে। গা শীত শীত কোরছে। তুমি শোও।"

গিরিবালা স্বামীর কপাল স্পর্শ করিলেন। হাত কেশবের কপালে জ্বলন্তবৎ বোধ হইল। অনন্তর গিরিবালা শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

কেশব ক্ষণকাল শয়ন করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। এরূপ স্ত্রীর সহিত কিরূপে সহবাস করিবেন? গিরিবালাকে তিনি বিষধর সর্প জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ

নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া প্রকাশে বলিতে লাগিলেন, “গিরি-বালা! এই কি তোমার উচিৎ? তুমি এমন হবে তা আমি স্বপ্নেও জানতাম না। আমি এক্ষণে অন্ধ হয়েছি, কোথায় তুমি আমার অধিকতর যত্ন কোরবে, তা না করে তুমি আমায় ত্যাগ কোরলে?” এতদূর বলিয়া আর কেশব ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহার উচ্ছ্বাসে গিরিবালার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, কিন্তু তিনি, জাগ্রত হইয়াছেন তাহার কোন চিহ্ন না দেখাইয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগি-লেন। কেশব কহিতে লগিলেন, “গিরিবালা ক্ষমা কর, তোমায় বৃথা দোষ দিয়েছি। এ দোষ তোমার নয়, এ আমার অদৃষ্ট লিপি। তুমিত আমাকে সে দিবস পোড়তে নিষেধ করেছিলে, আমি তোমার কথা না শুনে পোড়লাম। পড়ে চক্ষু রত্ন হারালেম। আমার অদৃষ্ট যদি ভাল হতো, তা হলে চিরকাল তোমার কথা শুনে এসে, সে দিবস তোমার পরামর্শের বিপরীত আচরণ কোরতাম না। আমার অদৃষ্ট ভাল হলে তুমিই বা কেন আমাকে ত্যাগ কোরবে! কিন্তু গিরিবালা তোমার চক্ষু যদি এরূপ হতো তা হলে আমি কখন তোমাকে অনাদর কোরতাম না। কখন তোমাকে ত্যাগ করে অপর কাকেও বিবাহ কোরতাম না। গিরিবালা তোমার চক্ষু আছে বটে, কিন্তু তুমি আমার অন্তঃকরণ দেখতে পাচ্চ না। আমি যে তোমাকে কত ভাল বাসি, তোমা বিনে যে আমার দেহে প্রাণ থাকবে না তা তুমি টের পাচ্চ না।

তুমি বোলবে “ কাণার ভাল বাসায় আমার কাজ কি ? ” সত্য; কিন্তু গিরিবালা তোমার অন্তঃকরণ যে মৃণাল অপেক্ষাও কোমল তা তো আমি জানি। আমার ভাল বাসার জন্য না হোক আমার অন্তঃকরণের কষ্ট একবার দেখিতে পেলে তুমি কখন আমাকে পরিত্যাগ কোরতে পারতে না। নিতান্ত পর হলেও তুমি তার কষ্ট সহ্য কোরতে পার না। আমার কষ্ট যে তোমার বরদাস্ত হতো, তা কখনই সম্ভব হতে পারে না। গিরিবালা এখনও ফের। তুমি যা কোরেছ, তা কোরেছ, আর আমাকে ত্যাগ কোরো না। সহস্র দোষে দোষী হলেও গিরিবালা তুমি আমারই। একবার তুমি এইরূপ আদর কোরে আমাকে ‘ আমারই ’ বলে ডাক। তা হলে আমার সকল দুঃখ দূর হবে। ”

এতদূর প্রকাশে বলিয়া কেশব চুপ করিলেন। গিরিবালার চক্ষে বারি বহিতে লাগিল। কিন্তু তিনি প্রকাশ করিয়া কিছুই বলিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

"পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ
অস্মিন দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষৎ ॥"

সৌদামিনীর বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। বামন দাস আনন্দ সলিলে ভাসিতেছেন। রামকানাই দুঃখার্ণবে হাবুডুবু খাইতেছেন। বামন দাসের উপর তাঁহার যার পর নাই রাগ হইয়াছে। মনে মনে ভাবিতেছেন, "বামন দাসকে সেই ধন্না দিতে হইল, তবে কিঞ্চিৎ আগে দিলেই হতো, তাহা হইলে আর আমার ক্ষতি হইত না।"

দিগম্বর সমস্ত দিবস বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত আছেন; ভগিনীপতির সহিত বসিয়া গল্প করিবার অবকাশ নাই। ক্রমে সমস্ত উদ্যোগ হইল; কল্য রাত্রে বিবাহ। রাম কানাইয়ের পূর্ব্ব রাত্রি নিদ্রা হইল না। সৌদামিনী লাভ হইবে ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত আনন্দে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। কিন্তু কিছু পণ পাইবেন না ভাবিয়া আবার যার পর নাই দুঃখিত হইতে লাগিলেন। বামন দাসের উপরে তাঁহার রাগ,——তিনি কেন কিঞ্চিৎ অগ্রে ধন্না দিলেন না, এই তাঁহার দোষ।

বিবাহের দিন রাম কানাই ও বামন দাস উভয়েই উপবাস করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা দুই একটী করিয়া আসিতে লাগিল। বিবাহের লগ্ন অনেক রাত্রে; সুতরাং সকলে

বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প ও বরকে লইয়া নানাবিধ হাস্য কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল।

ক্ষণকাল পরে রাম কানাই কহিলেন, "দিগম্বর বাবু কোথায়?" বামন দাস কহিলেন, "কেন?" রাম কানাই উত্তর করিলেন, "তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার ডেকে পাঠান।"

দিগম্বর বাটির মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন, আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। রাম কানাই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি ডাকছি তাতে দেরি!"

নিকটে একজন বসিয়াছিল, সে রাম কানাইয়ের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "দিগম্বর বাবু শীঘ্র আসুন, শিশুপাল রাগ কোরচেন।"

রাম কানাই রাগত স্বরে কহিলেন, "আপনি কি বল্যেন?"

সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "কিছু না।"

রাম কানাই রাগত হইয়া কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমত সময়ে দিগম্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম কানাই তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "এমন স্থানে আমি বিবাহ কোরতে চাই না। দুদণ্ড আমাকে সুস্থির থাকতে দেয় না।"

দিগম্বর কহিলেন, "তোমরা সকলে চুপ কর।" পরে রাম কানাইকে কহিলেন, "মহাশয়, বিবাহের রাত্রে এমন করে থাকে, আপনি ওসব কথায় কান দেন কেন?"

রাম কানাই কহিলেন, “ আর এক কথা আছে, আমি ২০ টাকা পণ না পেলে বিবাহ কোরবো না। ”

দিগম্বর কহিলেন, “ সে কি মহাশয় ? আপনিতো আগে এমন কথা বলেন নি। ”

রাম। কখন বলি নি। আমাকে কে জিজ্ঞাসা কল্লে ?

ইতিপূর্ব্বে বামন দাসের সহিত, রাম কানাইয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছে, যদি রাম কানাই বিবাহের সময় কোন ছলে কিছু লইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

দিগম্বর কহিলেন, “বামনদাস বাবু বলেছেন আপনি পণ নেবেন না। কেমন বামনদাস বাবু, আপনি একথা বলেন নি ?”

বামন দাস নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিতে লাগিলেন, “ হাঁ——না। তাই বটে——তাওতো নয়। কুলিনের ছেলে বিবাহের সময় কিছু পেয়ে থাকে। ”

দিগম্বর কহিলেন, “ এ আপনার বড় অন্যায়। ”

বামন দাস কহিলেন, “ যাক্ যাক্, সে সব কথা এখন যাক——পরে হবে। এখন তুমি এঁর কুটুম্ব হলে, দশ পাঁচ টাকা চাইলে কি তুমি দেবে না ? ”

দিগম্বর কহিলেন, “সে স্বতন্ত্র কথা। রাম কানাইকে যদি মেয়েই দি, তবে কি আর দু চার টাকা চাইলে পাবেন না ” ?

দিগম্বরের কথার ভাবে বোধ হইল, যে এখনও কন্যাদান পক্ষেই বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তখন বামন দাস ও রাম কানাই কহিলেন, “ সে কেমন কথা। ”

দিগম্বর কহিলেন, "২০ টাকা না পেলে তো উনি আর .বিবাহ কোরবেন না, তাই বলছিলাম।" দিগম্বরের কথা শুনিয়া রাম কানাইয়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলেন টাকা চেয়ে ভাল কর্ম্ম করি নাই।

এমন সময়ে বাটীর অভ্যন্তরে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি হইল। বামনদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "লগ্নের সময় হলো না কি?"

স্বর ভঙ্গির সহিত দিগম্বর উত্তর করিলেন, "হাঁ বিবাহ হইল।"

বামন দাস ও রাম কানাই উভয়েই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে কি?"

দিগম্বর কহিলেন, "তার মানে আবার কি? বিবাহ হইল, এ কথার আবার কি অর্থ হয়ে থাকে!" এই বলিয়া সভাস্থ সকলকে বলিলেন, "আপনারা গাত্রোত্থান করুন আহারের উদ্যোগ হয়েছে।"

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রতিবাসী, তাহারা সকলেই এব্যাপার পূর্ব্বাবধি অবগত ছিল, সুতরাং কেহ আর এ কথায় চমৎকৃত হইল না। প্রত্যেকেই উঠিয়া যাইবার সময়ে রাম কানাইয়ের কান মলিয়া দিয়া যাইতে লাগিল। রাম কানাই উচ্চৈঃস্বরে, "দোহাই মেজেষ্টর সাহেবের, দোহাই কোম্পানী সাহেবের," বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

বামন দাস কহিলেন, "রাম কানাই একটু স্থির হও, ব্যাপারটা কি শুনি।"

বামন দাস যতই এইরূপ বলিতে লাগিলেন, ততই রাম কানাই "দোহাই মেজেষ্টর সাহেবের, আমার জাত মারলে, আমার কান ছিড়লে," বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দিগম্বর বামন দাসের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ব্যাপারটা শুন্তে চাও কি দেখতে চাও?"

বামন দাস কহিলেন "শুন্তেও চাই, দেখতেও চাই।"

"তবে আমার সঙ্গে এসো" এই বলিয়া দিগম্বর বামন দাসকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে গেলেন। সেই সঙ্গে রাম কানাইও গমন করিলেন। যে স্থলে বর কন্যা ছিল, দিগম্বর বামন দাসকে তথায় লইয়া গিয়া বরকে কহিলেন, "ললিত, ইনি তোমার শ্বশুর, একে প্রণাম কর।"

ললিত প্রণাম করিলেন। বামন দাস সরোষে কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ আর কি কোরবো, শীঘ্রই উচ্ছিন্ন যাও, এই আমার প্রার্থনা।"

রাম কানাই উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরুক।"

দিগম্বর তাঁহাদিগের মুখে এতাদৃশ কথা শুনিয়া রাগত স্বরে কহিলেন, "বেরো তোরা আমার বাড়ী থেকে, যত বড় মুখ ততবড় কথা। আজ আনন্দের দিনে অমঙ্গলের কথা?" এই বলিয়া বামন দাসের বুকে হাত দিয়া ধাক্কা মারিলেন। বামন দাস সমস্ত দিবস অনাহারে; ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া রাম কানাইয়ের উপর পড়িলেন। রাম কানাই অমনি

মাটির উপর পড়িয়া গেলেন, পড়িয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমাকে মেরে ফেল্লে, কে কোথায় আছ রক্ষা কর। আমার সর্ব্বস্ব লুঠে নিলে। আমার টাকা কড়ি সব নিলে। কে কোথায় আছ রক্ষা কর। দোহাই মেজেষ্টর সাহেবের, দোহাই কোম্পানী সাহেবের।"

এই চীৎকার শুনিয়া যে যেথানে ছিল, সকলেই সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। বামন দাস কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তোমরা সব দেখ আমার হাত ভেঙ্গে গিয়েছে। আমি এখনই থানায় যাব।"

রাম কানাই কহিলেন, "তোমরা সব দেখ, আমার নগদ দুশ টাকা ছিল, আর পাঁচ থান মোহর ছিল, সব লুটে নিলে। আমি এর জন্য লাট সাহেবের কাছে যেতে হয় তাও যাব।" দিগম্বর কহিলেন, "যা তোরা কোথায় যাবি যা। এখানে গোল মাল কোরলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।" এই বলিয়া উভয়ের হাত ধরিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

"কিমপি মনসো সম্মোহো মে তদা বলবান্ অভূৎ।"

সৌদামিনীর বিবাহে গিরিবালার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বিবাহ সমাধা হইবামাত্র তিনি নিজ বাটীতে আগমন পূর্ব্বক কেশবের নিকট গমন করিলেন। কেশব নিজের শয্যায়